বিউটি

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের জনপ্রিয় ইংরেজ কথা সাহিত্যিকদের অন্যতম এই গ্রাহাম্ গ্রীন। The Power and glory তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নাটক ও ছোটগল্পেও তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অনূদিত এই ব্যঙ্গাত্মক গল্পের (Beauty) উৎস হল তাঁর 'May we borrow your husband?' সংকলনগ্রন্থটি। ১৯৯১-এর এপ্রিলে তাঁর মৃত্যু হলে উইলিয়াম গোল্ডিং মন্তব্য করেছিলেনঃ 'He will be read and remembered as the ultimate chronicler of twentieth century man's consciousness and anxiety." মহিলাটি মাথায় ভালো করে কমলা স্কার্ফ জড়িয়েছেন। কুড়ির কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের মাথায় আজকাল যে নরম টুপি দেখা যায়, স্কার্ফটাকেও তেমনি লাগে। তাঁর কণ্ঠস্বর আর সব শব্দকেই ছাপিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর সাথে চলছে দুই সঙ্গীর কথাবার্তা। বাইরে যুবকটির মোটর সাইকেলে পাক খাওয়ার শব্দ, 'আঁতিবেশ্' নামে এই রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে স্যুপ্-সুদ্ধ প্লেটের ঠোকাঠুকির শব্দ— সব তাঁর গলার দাপটের কাছে হার মেনে যায়। রেস্তোরাঁটা এখন ফাঁকাই। কারণ হেমন্ত এসে গেছে।

মহিলাটিকে আমি চিনি। কেল্লার কাছে মেরামত করা বাড়িগুলোর একটার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কাউকে ডাকতে দেখেছি। কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হবার পর তাঁকে আর দেখিনি। ভেবেছিলাম, অন্য বিদেশিনীদের সঙ্গে তিনিও চলে গেছেন।'ক্রিসমাসে আমি ভিয়েনায় থাকবো,' —আত্মগতভাবে বলেন তিনি—'সাদা ঘোড়ার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ..... ছোটবেলেরা বাখ গাইছে .... অপূর্ব লাগে।' মহিলাটির সঙ্গে ছিল এক ইংরেজ দম্পতি। তাদের মধ্যে পুষটিকে দেখে মনে হয় তখনও সে নিজেকে এদেশে গ্রীষ্মের পর্যটক ভাবছে। কিন্তু হেমন্তের হিম বাতাস মাঝে মাঝেই নীল কটন স্পোর্টস শার্ট ঢাকা তার শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো। একসময় হালকা গলায় বলে সে— 'আমারা তাহলে কি আপনাকে তখন লণ্ডনে পাচ্ছি না?'

তিনজনের দলটাতে তার স্ত্রী-ই সব থেকে কম বয়সী। সেও বলল, 'ক্রিসমাস দেখতে আপনাকে যে লণ্ডনে আসতেই হবে!'

— 'অনেক অসুবিধা আছে', বয়স্ক মহিলাটি বলেন। 'তবে তোমরা যদি বসন্তে ভেনিস-এ আসো...'

—'অত টাকা পাবো কোথায়?'— যুবতীটির প্রতিক্রিয়া। 'আপনাকে লণ্ডনটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারলেই আমরা খুশি। তাই না গো?'

— 'অবশ্যই', পুষটি সায় দিল বিরস মুখে।

— 'মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব,' মহিলাটির নিমরাজি ভাব। 'বুঝতেই পারছো, এর কারণ হলো আমার 'বিউটি'।

তখনও বিউটিকে নজর করিনি। খুবই শান্ত-শিষ্ট সে। জানালার গোবরাটের কাছে আড় হয়ে শুয়েছিল, ঠিক যেমন মাখনে জড়ানো কেক্‌লেপ্টে থাকে টেবিলের ওপর। এমন 'পিকিনিজ' আগে কখনো দেখিনি। যদিও বিচারকদের মতো খুঁটি-নাটি দেখে তাদের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। তার গায়ের রঙটাকে ঠিক দুধ-সাদা বলতে বাধছে। তাতে কোথাও কফির কৃষ্ণতার ছোঁয়া। অবশ্য এতে তার দাম বেড়েছে বই কমেনি। যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে তার চোখদুটো কুচকুচে কালো লাগে। ফুলের মাঝখানে যেমন কালো, ঠিক তেমন। অদ্ভুত ভাবলেশহীন সেই চোখ। হঠাৎ ইঁদুরের গন্ধ পেলে, বা কেউ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলে ছটফটিয়ে ওঠা তার ধাত নয়। জানালার কাঁচে নিকৃষ্ট কোন প্রাণীর প্রতিফলন তাকে মোটেই তাতাতে পারবে না। 'এখানে অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবারেও ওর চি নেই' —মহিলাটির দাবি। 'বাগদা চিংড়ি তো ওর দুচোখের বিষ। তার থেকে ভালো খাবার হলে না হয় কথা ছিলো।'

হঠাৎ যুবতীটি বললো, 'আপনার কোন বান্ধবীর কাছে যদি ওকে রেখে আসেন!'

'বিউটিকে রেখে যাবো?' মহিলাটির এ-প্রশ্নের কোন উত্তর চলে না। বিউটির শাদা-কফি রঙের সুন্দর লোমে আঙুল ডুবিয়ে তিনি বিলি কাটতে থাকেন। কিন্তু আর পাঁচটা কুকুরের মতো সে ল্যাজ নেড়ে প্রতিক্রিয়া করে না। তার বদলে চাপা গর্জন করে, যেন এক বৃদ্ধ ক্লাবে বসে মদ খেতে খেতে ওয়েটারের চলাফেরায় বিরক্ত হয়েছে।

'তোমাদের ওখানে যা সব আইন!' মহিলাটির স্বরে ক্ষোভ। 'ইনফেকশনের ভয়ে মানুষ আর জন্তুকে নাকি আলাদা থাকতে হবে। তোমাদের পার্লামেন্টের লোকেদের বলো না পোষা জন্তুদের নিয়ে কিছু একটা ভাবতে!'

'ওদের আমরা এম. পি. বলি' —চাপা বিরক্তি নিয়ে পুষটি শুধরে দেয়।

'তোমরা ওদের কী বলে ডাকো, তা জেনে আমার হবেটা কি? ওরা সব যেন মধ্যযুগে বাস করছে। কুকুর নিয়ে আমি প্যারিস-এ যেতে পারি। ভিয়েনা কিংবা ভেনিসেও যাওয়া যায়। এমনকী মস্কো-য় যেতেও বাধা নেই। পারবো না শুধু লণ্ডনে যেতে, যতক্ষণ না নোংরা গারদে বেওয়ারিশ কুকুরদের মধ্যে বিউটিকে ফেলে রেখে যাচ্ছি।'

প্রচলিত ইংরেজি বিনয়ের সঙ্গে পুষটি শু করে 'আমাদের মনে হয়, ওকে একটা ....' তারপরেই 'কুঠুরি' না 'কুকুরশালা', কোন কথাটা ভালো ঠেকবে তা ভাবতে ভাবতেই বলে ফেলে,'মানে, ওর জন্যে আলাদা একটা থাকার ঘর খোঁজা হোক।'

‘একা থাকলে ওর মধ্যে কত রোগ জন্মে যাবে বলো তো!’ —এরপরেই, যেন একটা পশমের চাদর তুলে নিচ্ছেন, এভাবে তিনি জানালার কাছ থেকে বিউটিকে উঠিয়ে বাঁ বুকে সজোরে চেপে ধরেন। বিউটি এখন আর গর গর করে না। বুঝলাম, ওকে তিনি সত্যিই বশ করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে একটা শিশু হলে প্রতিবাদ করতই। শিশুর বেলায় দরদ অনুভব করতাম। কিন্তু কুকুরটার বেলায় করলাম না। হয়তো সে খুবই সুন্দর বলে।
‘বেচারি বিউটির তেষ্টা পেয়েছে গো!’—মহিলাটি জানান।
‘দাঁড়ান, ওর জন্য জল এনে দিচ্ছি’— উঠে দাঁড়ায় পুষটি।
‘কিছু যদি মনে না করো, তাহলে আধ বোতল ইভিয়ান আনবে? কলের জলে আমার ভরসা নেই।’
সেই মুহূর্তে আমাকে উঠে পড়তে হলো। কারণ গ্লাস দ্য গোল-এ সিনেমা শু হয় ঠিক নটায়।
সিনেমা হল থেকে বেরোলাম এগারোটায়। রাতটা বেশ মনোরম। শুধু আল্পসের দিকে থেকে একটা কনকনে বাতাস বয়ে আসছিলো। নোংরা রাস্তায় পা দেবার আগে গ্লাস নাসিওনালে এক চক্কর বেড়িয়ে নিলাম। তারপরেই ‘দ্য বাঁ’ নামে দুটো রাস্তা ছুঁয়ে এগিয়ে চলি । কেল্লাসংলগ্ন পাড়াটায় প্রথমে ঢুকতে চাইনি। পথের পাশে ডাষ্টবিনগুলো ভরে গেছে দেখলাম। কুকুরেরা চলার পথ নোংরা করে রেখেছে। এখানে নালাগুলো বাচ্চাদের পেচ্ছাপের আদর্শ জায়গা।
হঠাৎ চোখে পড়লো শাদা ছোট্ট মতো কি যেন একটা বাড়িগুলোর দরজায় চোরের মতো পা টিপে-টিপে চলেছে। প্রথমে মনে হলো বেড়াল। একবার ওটা থমকে যায়। যেই আবার এগোলাম ওটা এক ডাষ্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখি অনেকক্ষণ। রাস্তার ধরে এক বাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পথের ওপর বাঘের গায়ের হলুদ ডোরার আভাস সৃষ্টি করেছে। এমন সময় ডাষ্টবিনের পাশ থেকে কাত হয়ে বেরিয়ে এলো বিউটি। আমার দিকে তাকালো। ভেবেছিলো, আমি তাকে তুলে নিতে পারি। তাই দাঁত বার করে সাবধান করে দেয়।
‘কি ব্যাপার, বিউটি?’ —গলা চড়িয়ে বললাম। যেন লাঠি হাতে পেয়াদা দেখছে, এমনভাবে ও গরগর করে উঠলো। তারপর স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। আমি ওর নাম জানি বলেই কি ওর এমন সতর্কতা? আমার পোশাক ও গায়ের গন্ধ চিনতে পেরেছে নাকি? হয়তো, ও বুঝে থাকবে, নরম টুপির মতো করে মাথায় স্কার্ফ বাঁধা ওর মালকিন-এর একই সামাজিক শ্রেণীতে আমার অবস্থান। ভাবছে, আমি বুঝি ওর নৈশ বিহারে বাধ সাধবো। হঠাৎ কেল্লার ওপাশে বাড়িটার দিকে ও কান খাড়া করলো। কারোর ডাক কানে পৌঁছেছিলো হয়তো। একবার আমাকেও নজর করলো সন্দেহের চোখে। যাচাই করতে চাইলো আমিও ডাকটা শুনেছি কিনা। আমাকে নিশ্চল দেখে নিজেকে নিরাপদ ভাবে, বুঝতে পারি। ক্যাবারেতে নর্তকীরা যেমন লঘুপায়ে রেশমি টুপি পরা বড়লোক খুঁজে ফেরে, বিউটিও তেমনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হেলেদুলে চলে। সতর্ক দূরত্বে আমিও তার পিছু নিই। স্মৃতি, না গন্ধ—কী টানছে ওকে? পথের ধারে একটি মাত্র ডাষ্টবিনেরই ঢাকনা ছিলো না। আর, কত যে লতানে আগাছা ঝুঁকেছিলো তার ওপর! নিকৃষ্ট জাতের কুকুরকে যেন উপেক্ষা করছে, এভাবেই আমার সঙ্গে সে আচরণ করে। পেছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে সামনের দুটো লোমশ পা সে ডাষ্টবিনের কিনারায় রাখলো। মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখেও নেয় একবার। সেই এক ভাবলেশহীন চাউনি। চোখ নয়তো কালিভরা ছোট্ট দুই গর্ত। কোনও গণৎকার হয়তো তার মধ্যে ভবিষ্যৎ-গণনার অনেক সূত্র খুঁজে পেতেন। একজন জিমন্যাষ্ট-এর প্যারালাল্ বার-এ ওঠার কায়দায় সে ডাষ্টবিন-এ ঢুকে পড়ে। হলফ করে বলতে পারি, পিকিনিজদের প্রতিযোগিতায় পায়ে লোমের সৌন্দর্যটাই খুব গুত্ব দিয়ে ভাবা হয়। কিন্তু এখন বিউটি সুন্দর লোমে ঢাকা সামনের পা দুটোকে বাসি সব্জি, শূন্য কাগজের বাক্স ও ছিবড়ে করে ফেলা খাবারের টুকরো-টাকরার মধ্যে ডুবিয়ে কিছু খুঁজতে থাকে। কন্দজাতীয় সুগন্ধী ছত্রাকের খোঁজ পেলে শুয়োর-ছানা যেমন করে, বিউটিও যেন কি এক কারণে তেমনি উত্তেজিত হয়ে পড়লো। নাক গুঁজে দিলো জঞ্জালের মধ্যে। তারপরেই তার পেছনের পা দুটো সক্রিয় হলো। ফলে ডাষ্টবিন থেকে একে একে ফলের খোসা, পচা ডুমুর, মাছের মুড়ো ছিটকে পড়ে ফুটপাতে। অবশেষে ও খুঁজে পেলো তার প্রার্থিত বস্তু—নাড়ি-ভুঁড়ির লম্বা একটা অংশ। কোন্ প্রাণীর, তা ঈশ্বরই জানেন। ওটাকে শূন্যে দোলাচ্ছিলো সে। তার শাদা গলায় ওটা পেঁচিয়ে গেলো। তারপর ডাষ্টবিন ছেড়ে সে এগিয়ে যায় ভাঁড়দের মতো নাচতে নাচতে। নাড়ি-ভুঁড়ির কিছুটা পেছনে পথের ধুলোয় ঘষটাতে থাকে। ওটা কোন সসেজের উচ্ছিষ্ট হতে পারে। স্বীকার করতে দ্বিধা
নেই, আমার সমর্থন পুরোপুরি বিউটির দিকে। একটা আকর্ষণহীন বুকের আলিঙ্গনের থেকে আর যেকোনো কিছুই ভালো।

এক বাঁকের মুখে, অন্ধকার কোণটাকেই সে নাড়ি-ভুঁড়ি চিবোনোর উপযুক্ত জায়গা মনে করলো। তখনো ওতে অনেক সার বস্তু লেগে।
প্রথমে ওটা শুঁকে দেখলো, যেন সে একটা পুলিশ কুকুর। তারপর এটা নিয়েই মাটিতে চিৎ হয়ে গড়াগড়ি খায়। থাবা দিয়ে লোফালুফি করে জিনিসটাকে। ময়লার কালো ছোপ পড়ে যায় তার শাদা ও কফি রঙ মেশানো লোমে। চর্ব্য বস্তুটাকে মুখে করেই সে আরো আড়াল খোঁজে।
কৌতূহলের বশে কেল্লার পথ ধরেই বাড়ি ফিরছিলাম। দেখি, ঝুলবারান্দায় সেই মহিলা। ঝুঁকে পড়ে নিচের অন্ধকার বারান্দায় বিউটিকে খুঁজছেন।
‘বিউটি’—তাঁর ক্লান্ত স্বর কানে বাজে —‘বিউটি, বাড়ি এসো। তোমার হিসি তো কখন হয়ে গ্যাছে! কোথায় তুমি? বিউটি-ই-ই...’
আসলে ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমাদের বেশি প্রভাবিত করে। বাস্তবিকই বয়স লুকোতে সন্ধেবেলায় কুচ্ছিত কমতা স্কার্ফটা যদি মাথায় না জড়াতেন, তাহলে তাঁর প্রতি কিছুটা হলেও সমবেদনা অনুভব করতাম, অন্তত এখন যেভাবে ব্যাকুল হয়ে তিনি তাঁর হারানো ‘সৌন্দর্য’-কে খুঁজছেন, সেজন্য...।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com